B.A 3rd Sem

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। ---

১। আদি যুগ -- ১০০০-১২০০ (দশম থেকে দ্বাদশ শতক)

২। মধ্য যুগ ---১২০০-১৮০০ (দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক)

(চর্যাপদের পর দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের অনেকটা সময় ---- দীর্ঘদিন বাংলা কাব্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ক্রমে আবার বাংলা সাহিত্যে সুদিন আসে। সেই হিসেবে চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতক – প্রাক-চৈতন্য যুগ, ষোড়শ শতক -- চৈতন্য যুগ, সপ্তদশ শতক -- উত্তর চৈতন্য যুগ, অষ্টাদশ শতক -- পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও নতুনের ইঙ্গিত।)

৩। আধুনিক যুগ ---১৮০০ (অষ্টাদশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)।

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের জন্ম এবং মৃত্যুর সাল

১। রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)

২। উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)

৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)

৪। রাজা রামমোহন রায় (জন্ম ১৭৭৪ সালে, মতান্তরে ১৭৭২ সালে, - মৃত্যু ১৮৩৩ সালে)

৫। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

৬। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

RITA DEY

৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

৮। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

৯। রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)

১০। মধুসদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

১১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)

১২। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

১৩। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

১৫। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

১৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)

১৭। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

১৮। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

১৯। মীর মশারফ্ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

২০। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

২১। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

২২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

২৩। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

RITA DEY

২৫। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

২৬। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)

২৭। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

২৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

২৯। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)

৩০। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

৩১। সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

৩২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

৩৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

৩৪। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

৩৫। জসীমউদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬)

৩৬। সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬-১৯৬৫)

৩৭। আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)

৩৮। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬)

৩৯। অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

RITA DEY

২। বিলেত থেকে আগত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের শিক্ষিত করার (সংস্কৃত, উর্দু, ফারসী, বাংলা, মারাঠী, ভূগোল, ইতিহাস --- ইত্যাদি) জন্য ১৮০০ সালের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আসল তারিখ ছিল ১৮০০ সালের ১৮ই আগস্ট। ৪ঠা মে টিপু সুলতান লর্ড ওয়েলেসলির হস্তে পরাজিত হন। সেই গৌরবের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ৪ঠা মে-কে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

৩। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বন্ধ হওয়ার কারণ ---

ক) বাংলা সাহিত্যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব।

খ) বিলাতেই কলেজ স্থাপন করে সিভিলিয়ান কর্মচারীদের শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

গ) খ্রিস্টানি ব্যাপার বলে অনেকে এই কলেজ থেকে দূরে থাকতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক এবং লিখিত গ্রন্থের বিবরণ ---

অপ্রধান লেখক

ক) গোলোকনাথ শর্মা – হিতোপদেশ

খ) তারিণীচরণ মিত্র – ঈশপ্স ফেবল্সের অনুবাদ

গ) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় – মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং

ঘ) চণ্ডীচরণ মুন্সী – তোতা ইতিহাস

ঙ) রামকিশোর তর্কচূড়ামণির -- হিতোপদেশ

চ) হরপ্রসাদ রায় – পুরুষপরীক্ষা

ছ) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন – পদার্থতত্ত্ব-কৌমুদী, আত্মতত্ত্বকৌমুদী

RITADEY

প্রধান লেখক

ক) **রামরাম বসু** (১৭৫৭-১৮১৩) : **'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)—বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ।** 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। এতে ইতিহাস, কল্পনা ও জনশ্রুতি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। এর মূল কাহিনি ইতিহাস আশ্রিত।

প্রতাপাদিত্য ছিলেন ধূমঘাটের এক প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামী। প্রতাপের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র রায় থেকে প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য, পিতৃব্য বসন্ত রায় ও প্রতাপের জন্ম-মৃত্যুর কাহিনি এই নাটকে স্থান পেয়েছে। এই নাটকে রামরাম বসু রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রভাবশালী চরিত্রের বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে তাঁর বীরত্বের সঙ্গে নীচতা, ক্ষত্রিয়জনোচিত শৌর্যের সঙ্গে বৈশ্যজনোচিত হিসাবী বুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধিতে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, আবার তারপরেই অনুতাপ ও পিতার কাছে ক্ষমাভিক্ষা, লোভের বশে জামাতাকে বিনাশের চেষ্টা প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন। এই নাটকের ভাষা যথেষ্ট সহজ এবং সরল। যেমন,--- "এক সময় রাজা বসন্ত রায় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিতেছেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়, অবধান করুন। আমরা এখানে সর্ববিষয়েই সুখি হইয়াছি।"

লিপিমালা (১৮০২)--- এই গ্রন্থটি পত্ররচনার ঢঙে রচিত হয়েছে। চিঠির আদলে রাজা পরীক্ষিতের কথা, দক্ষযজ্ঞের কথা, নবদ্বীপে চৈতন্যের কথা, গঙ্গাবতরণের কথা প্রভৃতি কাহিনি বিবৃত হয়েছে। সরল বাংলায় সাহেবদের ভাষা শেখাবার জন্য পত্রের আকারে নানা কাল্পনিক ব্যাপার, গালগল্প, পুরাণ, উপকথা, আখ্যায়িকা সংগ্রহ করে চল্লিশটি পত্রে তা সন্নিবেশিত হয়েছে 'লিপিমালা'য়। এই গ্রন্থের ভাষাও যথেষ্ট সহজ এবং সরল। যেমন,--- "মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে তাহার নাম সতী। দক্ষ মহাব্যক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র শিব তাহার জামাতা বটে .....।"

খ) **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার** (১৭৬২-১৮১৯) : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)---

হিতোপদেশ (১৮০৮)---

রাজাবলি (১৮০৮)— **বাঙালি রচিত প্রথম ইতিহাস।**

প্রবোধ-চন্দ্রিকা (১৮৩৩)

গ) উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) : কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮১২)

রাজা রামমোহন রায়

(জন্ম ১৭৭৪ সালে, মতান্তরে ১৭৭২ সালে, - মৃত্যু ১৮৩৩ সালে)

রামমোহন রায় প্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তোলেন।

ক) বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)

খ) উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৫-১৯)

গ) বেদান্তসার (১৮১৫)

গ) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭)

ঘ) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৫)

ঙ) গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)

চ) কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০)

ছ) সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ (১৮১৮-১৯)

জ) ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)

RITA DEY

ঝ) সহমরণ বিষয়ক (১৮২৩)

ঞ)পথ্যপ্রদান (১৮২৯)

ট) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)— **বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।**

'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত পত্রিকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ছদ্মনাম— ১. কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য

২. কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য

ক. বেতাল পঞ্চবিংশতি – (১৮৪৭) --- হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' থেকে অনুবাদ।

খ. শকুন্তলা (১৮৫৪) --- কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'- এর গদ্যানুবাদ।

গ. সীতার বনবাস (১৮৬০)--- ভবভূতির 'উত্তরচরিত' এবং বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আখ্যানের অনুসরণ।

ঘ. ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) -- সেক্সপীয়রের Comedy of Errors-এর অনুবাদ।

ঙ. 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮)--- মার্শম্যানের 'History of Bengal'- এর কয়েক অধ্যায় অবলম্বনে লেখা।

চ. বোধোদয় (১৮৫১)--- চেম্বার্সের 'Rudiments of Knowledge' অবলম্বনে লেখা।

ছ. জীবনচরিত (১৮৪৯)---চেম্বার্সের Biographies অবলম্বনে লেখা।

জ. কথামালা (১৮৫৬) --- ঈশপের ফেবলস অবলম্বনে লেখা।

ঝ. সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)--- বাঙালির লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস।

RTADEY

ঞ. বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১ম খণ্ড-১৮৫৫, ২য় খণ্ড- ১৮৫৫)

ট. বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১ম খণ্ড-১৮৭১, ২য় খণ্ড-১৮৭৩)

ঠ. বিদ্যাসাগরচরিত (১৮৯১)—তাঁর স্বরচিত জীবনচরিত।

ড. প্রভাবতী সম্ভাষণ (আনুমানিক—১৮৬৩)--- তাঁর বন্ধুর বালিকা কন্যা প্রভাবতীর শোচনীয় মৃত্যুশোকের বশে রচিত।

ঢ. অতি অল্প হইল (১৮৭৩)—'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে রচিত।

ণ. আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)—'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে রচিত।

ত. ব্রজবিলাস (১৮৮৪)--- 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে রচিত।

থ. রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)-- 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' ছদ্মনামে রচিত।

কবিতা ও কাব্য

মধুসদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মধুসদন দত্ত 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে একটি ইংরাজি কাব্য রচনা করেছিলেন।

ক) তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)---

খ) মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)--- 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মোট নয়টি সর্গ আছে।

ঘ) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)--

গ) বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)

RITADEY

ঙ) চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

ক) সঙ্গীত-শতক (১৮৬২)

খ) বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)

গ) নিসর্গ-সন্দর্শন (১৮৭০)

ঘ) বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০)

ঙ) প্রেমপ্রবাহিণী (১৮৭১)

চ) সারদামঙ্গল (১৮৭৯)

ছ) সাধের আসন (১২৯৫ বঙ্গাব্দ --১২৯৬ বঙ্গাব্দ)

বিহারীলাল চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত গীতিকবি ছিলেন। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **'ভোরের পাখি'** বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে "মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা জাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।"--- প্রথমোক্ত কাব্যকে গীতিকাব্য বলে, যার জন্ম হয় কোনো বিশিষ্ট কবির অন্তর্লোকে, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভুতিই এই জাতীয় কাব্য-কবিতার জনক, ইংরেজিতে বলে লিরিক, বাংলায় গীতিকাব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

ক) কবি-কাহিনী (১৮৭৮)

খ) বনফুল (১৮৮০)

গ) ভানুসিংহের পদাবলী (১৮৮৪)

ঘ) কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)

RIA DEY

ঙ) মানসী (১৮৯০)

চ) সোনার তরী (১৮৯৪)

ছ) চিত্রা (১৮৯৬)

জ) চৈতালি (১৮৯৬)

ঝ) কল্পনা (১৯০০)

ঞ) ক্ষণিকা (১৯০০)

ট) নৈবেদ্য (১৯০১)

ঠ) গীতাঞ্জলি (১৯১০) (Song Offerings)

ড) গীতিমাল্য (১৯১৪)

ঢ) গীতালি (১৯১৫)

ণ) বলাকা (১৯১৬)

ত) পলাতকা (১৯১৮)

থ) পূরবী (১৯২৫)

দ) মহুয়া (১৯২৯)

ধ) প্রান্তিক (১৯৩৮)

ন) শেষ লেখা (১৯৪১) মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

RITA DEY

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একজন বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় আধুনিক কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর রচিত কাব্যগুলো হল,---

ক) ঝরাপালক (১৯২৭) প্রথম কাব্য।

খ) ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)

ঘ) বনলতা সেন (১৯৪২)

গ) মহাপৃথিবী (১৯৪৪)

গ) সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)

ঙ) রূপসী বাংলা (১৯৫১)

আমাদের আলোচ্য জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে বিখ্যাত কবি বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,

"সে-পথ নির্জন

যে-পথে তোমার যাত্রা।

সে-পথে আসে না অশ্বারোহী

পদাতিক বীর সৈন্যদল।

অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই, যান-যন্ত্র-মুখরিত নাগরিক জনতার স্রোত নেই,

নেই যোদ্ধা, নেই জয়ী নেই পরাজিত !

সে-পথ সন্ধ্যার।"

RITA DEY

তাঁর সমসাময়িক কবি বুদ্ধদেব বসুকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, সাহিত্যিক জীবনে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অটল থেকে এগিয়ে গিয়েছেন একাই। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রধান সমস্যা ছিল রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। এবং রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকে সরে এসে তিনি এক নতুন স্বতন্ত্র পথ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'ঝরাপালক'। এই কাব্যে আমরা দেখি, রবীন্দ্র প্রভাব এড়াবার জন্য তিনি --- সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রভৃতিকে সচেতন ভাবে অনুসরণ করেছেন। যেমন----

সত্যেন্দ্রনাথকে অনুসরণ---

"ননীর কলস আছে রে তার কাঁচা বুকের কাছে,

আতার ক্ষীরের মত সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে।"

('বনের চাতক- মনের চাতক')

নজরুল ইসলামকে অনুসরণ---

"আমি প্রজাপতি মিঠা মাঠে মাঠে সোঁদাল সর্ষে ক্ষেতে

--- রোদের শফরে খুঁজি না ক' ঘর

বাঁধি না ক' বাসা, --- কাঁপি থর থর

অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর

শুঁড়ির গেলাসে মেতে।" ('যে কামনা নিয়ে')

মোহিতলালের প্রভাব---

"--- চলে যায়, --- মিলনের লগ্ন চলে যায় !

দিকে দিকে ধুমাবাহু যায় তব ছুটি,

অন্ধকারে লুটি'-- লুটি' -- লুটি'।" ('আলেয়া')

এই কাব্য গ্রন্থেই আমরা লক্ষ করি, কবি কেবল পুরাতন ঐতিহ্যের অনুসরণেই তৃপ্ত নন, স্বকীয় ঐতিহ্য রচনায় প্রয়াসী। যেমন,--

"কোন দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ

করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে !" ('নাবিক')

--- এই 'দারুচিনি' 'দ্বীপ' ---- একান্তই জীবনানন্দ দাশের বৈশিষ্ট্যসূচক। এছাড়াও এই কাব্যেই শুরু হয়েছে আর একটি আধুনিক লক্ষণ--- মৃত্যু চেতনা। এই মৃত্যু চেতনা যুগ যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত। জীবনের বিভিন্ন মূল্যবোধের অসার্থকতায় সুগভীর বেদনা থেকেই তার স্ফুরণ। 'ওগো দরদিয়া' কবিতায় তিনি বলেছেন,

"তোমারে হেরিবে শুধু হিমানীর শীর্ণাকাশ, -- নীহারিকা, তারা

তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত-জ্যোৎস্না, -- বধির জনাকী !" ('ওগো দরদিয়া')

--- এই বেদনা থেকে সম্ভূত হল এক নতুন কবি --- এক নতুন কাব্যধারা। জীবনানন্দ সচেতন ভাবেই ঘোষণা করলেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য। রোম্যান্টিক কবিদের অধরা সৌন্দর্যের পিয়াসী তিনি নন। পার্থিব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও কুশ্রীতাও তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'বোধ' কবিতায় তিনি বলেছেন,

"নষ্ট শসা --- পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,

সেই সব হৃদয় ফলিয়াছে

সেই সব।" ('বোধ')

জীবনানন্দ দাশ বন্ধ্যা যুগকে দেখেছেন হেমন্তের চিত্রকল্পে। হেমন্তের নিঃস্ব, রিক্ত, অনুর্বর রূপ এই ক্ষয়িষ্ণু, সৃষ্টিসম্ভাবনাহীন যুগেরই প্রতীবিম্ব। কবিতায় তিনি বলেছেন,

“প্রথম ফসল গেছে ঘরে,--

হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে

শুধু শিশিরের জল ;” (‘পেঁচা —মাঠের গল্প’, ‘মহাপৃথিবী’)

আবার

“হেমন্ত আসিয়া গেছে ; -- চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;” (‘দুজন’, ‘বনলতা সেন’)

জীবনানন্দ দাশের কাছে বিচ্ছেদের অর্থ শূন্যতা,--- তিনি বলেছেন,

“সুরঞ্জনা

তোমার হৃদয় আজ ঘাস :

বাতাসের ওপারে বাতাস,---

আকাশের ওপারে আকাশ।” (‘আকাশলীনা’, ‘সাতটি তারার তিমির’)

--- এই গভীর শূন্যতাবোধের অনুচ্ছ্বসিত সংযত প্রকাশ জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলিকে এক নতুন রূপ দিয়েছে। যেমন ‘হায় চিল’ কবিতাটি,---

“হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে

তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে !

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে !

পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;

আবার তাহারে কেন ডেকে আন ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!" ('হায় চিল', 'বনলতা সেন')

--- এখানে 'ভিজে মেঘের দুপুর', 'ধানসিড়ি নদী'র ধারে, চিলের উদাস ডাক যেন এক অপরিসীম শূন্যতাকে ব্যঞ্জিত করছে।

রোম্যান্টিক কবিদের শ্বাশ্বত প্রেমের আদর্শে জীবনানন্দের বিশ্বাস নেই। কারণ তিনি দেখেছেন শুধু দেহই ক্ষণিক নয়, মনের ক্রিয়াগুলিও ক্ষণিক। ---

"দেহ ঝরে, --- ঝ'রে যায় মন

আগে !" ('১৩৩৩', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

জীবনানন্দ দাশ তাঁর নায়িকাদের শুধু নামকরণ করেছেন তাঁর দেহী রূপকে মূর্ত করে তোলার জন্য ; তিনি শুধু 'বনলতা সেন' নাম দিয়েই ক্ষান্ত হননি ; আরো নির্দিষ্ট ক'রে তোলবার জন্য বলেছেন 'নাটোরের বনলতা সেন'। প্রিয়ার দেহী রূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে তোলবার জন্য তিনি কবি প্রসিদ্ধি ত্যাগ ক'রে আশ্চর্য কয়েকটি উপমার সৃষ্টি করেছেন ঘরোয়া শব্দ দিয়ে। যেমন,--

ক) "বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে !" ('হায় চিল', 'বনলতা সেন')

খ) "পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" ('বনলতা সেন', 'বনলতা সেন')

জীবনানন্দ দাশ 'ঘাস' কবিতায় বলেছেন,---

"কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়

পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা :" ('ঘাস', 'বনলতা সেন')

---- এখানে আমরা লক্ষ করি, জীবনানন্দ দাশ কালো কালো কয়েকটি অক্ষর দিয়ে ভোরের বেলার খুব সুন্দর একটা ছবি অঙ্কন করেছেন। বলা বাহুল্য, --- এ ছবি রঙিন। এখানে তিনি সবুজ রঙের ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতার ছবি তৈরি করতে অনেক অনেক রঙের ব্যবহার করেছেন। যেমন,---

ক) "ভোর ;

আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল ;" ('শিকার', 'বনলতা সেন')

খ) "রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল !" ('অবসরের গান', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

গ) "নীল আকাশের খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো" ('আমি যদি হতাম', 'বনলতা সেন')

ঘ) "হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে" ('দুজন', 'বনলতা সেন')

ঙ) "রামধনু রঙের কাচের জানালা,

ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়

.....

পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ

রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ !" ('নগ্ন নির্জন হাত', 'বনলতা সেন')

চ) "জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান," ('সিন্ধু সারস', 'মহাপৃথিবী')

ছ) "দুধের মতন শাদা নারী।" ('সবিতা', 'বনলতা সেন')

জ) "বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে" ('পরিচায়ক', 'মহাপৃথিবী')---- ইত্যাদি।

RITA DEY

মৃত্যুর প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। ক্লান্তি ও মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম মূল সুর। এই মৃত্যুচেতনা অবশ্য সব সময় দৈহিক মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে জাগ্রত হয়নি। যুগের বন্ধ্যা রূপ, জীবনের অচরিতার্থতা এবং আর-এক সমৃদ্ধতর, পূর্ণতর জীবনের আশা সবই মিশ্রিত হ'য়ে আছে এর মধ্যে। মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দের কবিতায় প্রধানত দেহকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে। কবি জানেন তাঁর পরিচিত জগৎ নষ্ট হ'য়ে গেছে। তিনি বলেছেন, ---

"একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে" --- ('বিভিন্ন কোরাস', 'সাতটি তারার তিমির')

যন্ত্রযুগের কুশ্রীতা, নিষ্পেষণ ও অসংগতির জন্য কবি-মন দিশাহারান ; --- মৃত্যুকামনা চরমে উঠেছে। তিনি বলেছেন, ----

"ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব --- ধীরে – পউষের রাতে ---

কোনোদিন জাগব না জেনে ---

কোনোদিন জাগব না আমি --- কোনোদিন আর !" ('অন্ধকার', 'বনলতা সেন')

জীবনের জ্বর অপেক্ষা অনেক সুস্থ মরণ। তাতে আছে নিশ্চয়তা। যে সব পেয়েছে তাকেও অর্জন করতে হয় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন,

"--- জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ

.....

জেগে জেগে যা জেনেছ, -- জেনেছ তা --- জেগে জেনেছ তা,

নতুন জানিবে কিছু হয় তো বা ঘুমের চোখে সে !

সব ভালবাসা যার বোঝা হ'ল --- দেখুক্ সে মৃত্যু ভালবেসে !"

('জীবন', স্তবক ১৬-১৭, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি') --- এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন,---

"মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো, --- প্রিয়ার মতন !---

চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকিয়েছে মুখ ;" ('জীবন', স্তবক ২৫, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

জীবনের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি ও আকর্ষণের একদিক এই মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুর পর আবার তিনি যেকোন রূপে পৃথিবীতে ফিরে আসতে চেয়েছেন। 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় তিনি বলেছেন,---

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে --- এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয় – হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ;" ('আবার আসিব ফিরে', 'রূপসী বাংলা')

--- এই মৃত্যু ও জীবনসন্ধির টানাপড়েনের রূপটি আরো মূর্ত হয়ে উঠেছে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। সেজন্যই তিনি 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার আত্মহত্যাকারী লোকটার জন্য সমব্যথী। তাই আমরা তাঁকে বলতে শুনি,---

"লাশকাটা ঘরে

সেই ক্লান্তি নাই ;"

--- এই মৃত্যুচেতনাকে অতিক্রম করার জন্য তিনি ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করেছেন। ইতিহাসচেতনার কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বনলতা সেন'। বর্তমান যুগে প্রেমের অচরিতার্থ রূপ দেখে কবি ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত। তাই তিনি প্রেমের ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপকে খুঁজেছেন ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। দেশকালে সীমাবদ্ধ নাটোরের বনলতা সেনের পশ্চাতে রয়েছে ভূগোলের বিস্তৃতি ও ইতিহাসের

RITA DEY

গভীরতা। এই দুই আয়তনের যোগে একটি ক্ষুদ্র লিরিক কবিতা মহাকাব্যের ব্যাপ্তি পেয়েছে। এই কবিতায় তিনি তাঁর নায়িকা সম্পর্কে বলেছেন,

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;" ('বনলতা সেন', 'বনলতা সেন')

জীবনানন্দের কবিভাবনায় প্রেম-প্রকৃতি-ইতিহাস সমানতালে স্থান পেয়েছে।

নাটক

মধুসদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

ক) শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) --- মধুসদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনি মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির গল্প থেকে নিয়েছেন।

খ) পদ্মাবতী (১৮৬০) --- 'পদ্মাবতী' গ্রীকপুরাণের প্রসিদ্ধ গল্প 'Apple of Discord' অবলম্বনে রচিত।

গ) কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)--- মধুসদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনি গ্রহণ করেছেন কর্নেল টডের Annals and Antiquities of Rajasthan নামক গ্রন্থ থেকে।

ঘ) 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)পাইক পাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ ভ্রাতাদের অনুরোধে মধুসদন দত্ত এই প্রহসন দুটি রচনা করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

ক) নীলদর্পণ (১৮৬০) --- দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক।

খ) নবীন তপস্বিনী (১৮৬০)

RITA DEY

গ) কমলে কামিনী (১৮৭৩)

ঘ) বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) প্রহসন

ছ) সধবার একাদশী (১৮৬৬) প্রহসন ধর্মী নাটক

ঙ) জামাই বারিক (১৮৭২) প্রহসন

চ) লীলাবতী (১৮৬৭) প্রহসন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

ক) বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)— নাটকে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে অভিনয় করেছিলেন।

খ) রাজা ও রাণী (১৮৮৯)

গ) বিসর্জন (১৮৯০)-- 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিসর্জন'।

ঘ) রাজা (১৯১০) --- ইংরাজি অনুবাদ --- The King Of the Dark Chamber

ঙ) অচলায়তন (১৯১২)

চ) ডাকঘর (১৯১২)--ইংরাজি অনুবাদ The Post Office

ছ) রক্তকরবী (১৯১৬)

জ) মুক্তধারা (১৯২৫)

ঝ) তাসের দেশ (১৯৩৩)

ঞ) চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬)

ট) চণ্ডালিকা (১৯৩৭)

RTA DEY

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

ক) ঐতিহাসিক নাটক --- তারাবাঈ (১৯০৩), প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার পতন (১৯০৮), সোরাব রুস্তম (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৫)।

খ) সামাজিক নাটক --- পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৫)।

গ) পৌরাণিক নাটক--- পাষাণী (১৯০০), সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪)।

ঘ) প্রহসন ---- এক ঘরে (১৮৮৯), কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), আনন্দ বিদায় (১৯১২) ইত্যাদি।

উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম উপন্যাস---- Rajmohan's Wife (1864) ;

ক) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)--- বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত প্রথম বাংলা উপন্যাস।

খ) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) প্রধান চরিত্র --- কপালকুণ্ডলা, নবকুমার ও মতিবিবি।

গ) মৃণালিনী (১৮৬৯)--

ঘ) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)— প্রধান চরিত্র নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী।

ঙ) ইন্দিরা (১৮৭৩)

চ) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)

ছ) রজনী (১৮৭৭)

RITA DEY

জ) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)— প্রধান চরিত্র গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহণী।

ঝ) রাজসিংহ (১৮৮২) -- প্রধান চরিত্র রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী ও ঔরঙ্গজেব।

ঞ) আনন্দমঠ (১৮৮৪)— বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' গানটি এই উপন্যাসে রয়েছে।

ট) দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) – উপন্যাসে দেবী চৌধুরাণীর অপরনাম প্রফুল্ল। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র—প্রফুল্ল ও তাঁর স্বামী ব্রজেশ্বর।

ঠ) সীতারাম (১৮৮৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

ক) করুণা (১৮৭৭-৭৮এ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস।

খ) বউ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)

গ) রাজর্ষি (১৮৮৭)—মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, তাঁর স্ত্রী গুণবতী, রঘুপতি তাঁর পালিত পুত্র জয়সিংহ ও ভিক্ষুণী অপর্ণা। রাজর্ষির নাট্যরূপ—'বিসর্জন'।

ঘ) চোখের বালি (১৯০৩) --- প্রধান চরিত্র--- মহেন্দ্র, তাঁর বন্ধু বিহারী ও মহেন্দ্রের স্ত্রী আশা।

ঙ) গোরা (১৯১০) --- প্রধান চরিত্র ---- গোরা ও সুচরিতা, ললিতা ও বিনয়।

চ) চতুরঙ্গ (১৯১৫) --- প্রধান চরিত্র--- শচীশ, শ্রীবিলাস ও দামিনী।

ছ) ঘরে বাইরে (১৯১৬)--- প্রধান চরিত্র--- নিখিলেশ, তাঁর স্ত্রী বিমলা ও সন্দীপ।

জ) যোগাযোগ (১৯২৯)--- যোগাযোগের পূর্বনাম 'তিনপুরুষ' ছিল। প্রধান চরিত্র --- কুমুদিনী ও তাঁর স্বামী মধুসূদন।

RITA DEY

ঝ) শেষের কবিতা (১৯২৯)---প্রধান চরিত্র--- অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল ও কেটী।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা 'মন্দির' গল্পটি ১৯০৩ মালে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করে।

ক) বড়দিদি (১৯১৩) ---- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস। মাধবী ও সুরেন্দ্রনাথ

খ) বিরাজবৌ (১৯১৪)---

গ) পল্লীসমাজ (১৯১৬)--- রমা (বিধবা), রমেশ, বেণী ঘোষাল ও তাঁর মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবী।

ঘ) শ্রীকান্ত (১৯১৭ ১ম পর্ব) --- শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী (পিয়ারী বাইজি)

ঙ) দেবদাস (১৯১৭) – দেবদাস ও পার্বতী।

চ) চরিত্রহীন (১৯১৭) – শতীশ-সাবিত্রী, উপেন্দ্র-সুরবালা, কিরণময়ী-হারান ও দিবাকর।

ছ) শ্রীকান্ত (১৯১৮---২য় পর্ব)

জ) গৃহদাহ (১৯২০)—মহিম-অচলা ও সুরেশ্বর।

ঝ) দেনাপাওনা (১৯২৩)—জীবানন্দ ও ষোড়শী

ঞ) পথের দাবী (১৯২৬)– সব্যসাচী, অপূর্ব ও ভারতী।

ট) শ্রীকান্ত (১৯২৭--- ৩য় পর্ব)

ঠ) শ্রীকান্ত (১৯৩৩ --- ৪র্থ পর্ব)

RITA DEY

ড) শেষপ্রশ্ন (১৯৩১)– কমল (বিধবা)-শিবনাথ,

ঢ) বিপ্রদাস (১৯৩৫)– বিপ্রদাস-সতী, দ্বিজদাস-বন্দনা

ণ) শেষের পরিচয় (১৯৩৯)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

ক) চৈতালি ঘূর্ণি (১৯৩১)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস।

খ) নীলকণ্ঠ (১৯৩৩)

গ) রাইকমল (১৯৩৫)

ঘ) ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯)

ঙ) কালিন্দী (১৯৪০)

চ) গণদেবতা (১৯৪২)

ছ) পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩)

জ) হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)

টীকা

১। **শ্রীরামপুর মিশন**---- খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীরামপুর মিশন সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা---

ক) শ্রীরামপুর মিশনে এসে আমরা প্রথম পূর্ণ বাংলা গদ্যগ্রন্থ পাই।

খ) এখান থেকে আমরা প্রথম বাংলা পত্রিকা পাই। পত্রিকা গুলো হল,--- দিগ্ দর্শন (১৮১৮) এবং সমাচার দর্পণ (১৮১৮)।

RITA DEY

গ) এখানে কাঠের মুদ্রাযন্ত্র দিয়ে প্রথম ছাপাখানা তৈরি করা হয়।

২। **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত** (১৮১২-১৮৫৯)--ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় **'সংবাদ প্রভাকর'** ১৮৩১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৯ সালে এই পত্রিকাটি দৈনিক রূপ লাভ করে।

৩। **কুলীনকুলসর্বস্ব** (১৮৫৪) --- কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের রচয়িতা **রামনারায়ণ তর্করত্ন** (১৮২২-১৮৮৬)।

৪। **রমেশচন্দ্র দত্ত** (১৮৪৮-১৯০৯)--- তিনি মোট ছয়টি উপন্যাস রচনা করেছেন।

ক) ইতিহাসের পটে আঁকা রোমান্টিক কাহিনি—'বঙ্গবিজেতা'য় (১৮৭৪)--- টোডরমল্লের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। 'মাধবীকঙ্কণে' (১৮৭৭)---রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিহাসের পটভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ, শ্রীশ ও হেমলতাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থন করেছেন।

খ) ঐতিহাসিক উপন্যাস --- 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতে' (১৮৭৮)--- শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান বর্ণিত হয়েছে। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় (১৮৮৯)--- রাজপুত জাতির পতন বর্ণিত হয়েছে।

গ) সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস – 'সংসারে' (১৮৮৬) বিধবা বিবাহ, 'সমাজে' (১৮৯৪) অসবর্ণ বিবাহের সপেক্ষে কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে।

৫। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** (১৮৪৩) প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং পরে অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

৬। **বঙ্গদর্শন** (১৮৭২) --- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পর এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন সঞ্জীবচন্দ্র, তারপর পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন শ্রীশচন্দ্র এবং পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' নাম নিয়ে এই পত্রিকা নবরূপে প্রকাশিত হয়।

RIA DEY

৭। **গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)** ---- গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর সৃষ্ট ছন্দকে **গৈরিশ ছন্দ** বলা হয়।

ক) পৌরাণিক নাটক---- জনা (১৮৮১), বিল্বমঙ্গল (১৮৮৮), পাণ্ডবগৌরব (১৯০০)

খ) ঐতিহাসিক নাটক--- সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭), অশোক (১৩৯১ বঙ্গাব্দ)

গ) সামাজিক নাটক--- প্রফুল্ল (১৮৮৯), বলিদান (১৯০৫)

ঘ) প্রহসন--- বেল্লিক বাজার, সভ্যতার পাণ্ডা, য্যায়সা কি ত্যায়সা

৮। **সবুজপত্র (১৯১৪)— প্রমথ চৌধুরীর** সম্পাদনায় ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৯। **কল্লোল** --- ১৩৩০ বঙ্গাব্দে এই পত্রিকা **গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাসের** যুগ্ম সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

১০। **হুতোম প্যাঁচার নকশা** --- (১ম খণ্ড ১৮৬২, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।) 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনা করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)।

১১। **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)**---

ক) ঐতিহাসিক নাটক ---পুরুবিক্রম (১৮৪৭), সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক, অশ্রুমতী (১৮৭৯), স্বপ্নময়ী (১৮৮২)

খ) অনুবাদমূলক নাটক --- তিনি সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তরচরিত, রত্নাবলী, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোবর্শী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বেণীসংহার অনুবাদ করেন। এছাড়াও ইংরেজি জুলিয়াস সীজার অনুবাদ করেন।

RITA DEY

গ) প্রহসন --- কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২ -- তাঁর প্রথম প্রহসন), 'এমন কর্ম আর করব না' বা 'অলীক বাবু' (১৮৭৭), হিতে বিপরীত (১৮৯৬),হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের 'The Cit Turned Gentleman' নাটকের অনুবাদ, 'দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ' (১৩৯০ বঙ্গাব্দ) প্রহসনটিও মলিয়েরের 'Marriage Force' নাটকের অনুবাদ।

১২। **অক্ষয়কুমার দত্ত** (১৮২০-১৮৮৬)— প্রধান রচনা --- 'ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম খণ্ড ১৮৭০, ২য় খণ্ড ১৮৮৩)।

১৩। **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩) --- ছদ্মনাম **টেকচাঁদ ঠাকুর**। প্রধান রচনা ----

ক) আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮),

খ) মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯),

গ) রামারঞ্জিকা (১৮৬০),

ঘ) অভেদী (১৮৭১)

ঙ) আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)।

প্যারীচাঁদ মিত্রের হালকা চালের কলকাতাই ভাষাকে **'আলালী ভাষা'** বলা হয়।

১৪। **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮২৭-১৮৮৭)---

ক) পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮)--- কবি এই কাব্যের কাহিনি গ্রহণ করেছেন কর্নেল টডের Annals and Antiquities of Rajasthan নামক গ্রন্থ থেকে। ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য ---

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।

দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?"

RITA DEY

খ) কর্মদেবী (১৮৬২)

গ) শূরসুন্দরী (১৮৬৮)

ঘ) কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)

ঙ) ভেক মূষিকের যুদ্ধ (১৮৫৮)--- টমাস গারনেলের The Battle of the Frogs and Mice কাব্য অবলম্বনে রচিত।

চ) নীতিকুসুমাঞ্জলি --- সংস্কৃত হিতোপদেশপূর্ণ ২০ টি শ্লোকের অনুবাদ।

১৫। **ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)---**

ক) গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য --- কুমারী (১৮৯৯), জুলিয়া (১৯০০), বাসন্তী (১৯০৮), কিন্নরী (১৯১৮)

খ) ঐতিহাসিক নাটক --- বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (১৯০৩), পদ্মিনী (১৯০৬), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭), চাঁদবিবি (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৭), অশোক (১৯০৮), বাঙ্গালার মসনদ (১৯১০), খাঁজাহান (১৯১২), আলমগীর (১৯২১), বিদূরথ (১৯২৩) ইত্যাদি।

গ) পৌরাণিক নাটক --- বব্রুবাহন (১৯০০), সাবিত্রী (১৯০২), দুর্গা (১৯০৯), ভীষ্ম (১৯১৩), উলুপী (১৯১৩), রামানুজ (১৯১৬), নরনারায়ণ (১৯২১) ইত্যাদি।

১৬। **নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)**

পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫),

রৈবতক (১৮৮৭)+ কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩)+ প্রভাস (১৮৯৬)= ত্রয়ী কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনটি কাব্যকে একসঙ্গে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' বলেছেন।

এছাড়াও তিনি কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী রচনা করেছেন---- 'খৃস্ট' (যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে), 'অমিতাভ'(বুদ্ধদেবকে নিয়ে), 'অমৃতাভ'(চৈতন্যদেবকে নিয়ে)।

RITA DEY

নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'আমার জীবন' (১৩১৬-১৩২০) নামক আত্মজীবনী গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

১৭। **বৃত্রসংহার কাব্য** (১ম খণ্ড ১৮৭৫–২য় খণ্ড ১৮৭৭) --- **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (1838-1903)

১৮। **স্বপ্নপ্রয়াণ** (১৮৭৫) **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৪০-১৯২৬)--- 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের নায়ক স্বয়ং কবি, নায়িকা প্রমদা। এই কাব্যের ভাষা গাঢ়বন্ধ ক্লাসিক রীতির অনুসারী। যেমন রসাতলের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন, ----

"গম্ভীর পাতাল ! যথা কাল-রাত্রি করাল-বদনা

বিস্তারে একাধিপত্য !"

১৯। **হিন্দুমেলা** (১৮৬৭)

২০। **স্বর্ণকুমারী দেবী** (১৮৫৫-১৯৩২)--- উপন্যাস গুলো হল --- দীপনির্বাণ (১৮৭৬), মিবাররাজ (১৮৮৭), বিদ্রোহ (১৮৯০), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৮), স্নেহলতা (১ম খণ্ড ১৮৯০, ২য় খণ্ড ১৮৯৩), কাহাকে (১৮৯৮) ইত্যাদি।

তাঁর গল্প গ্রন্থ --- গল্পস্বল্প (১৮৮৯), নবকাহিনী (১৮৯২)।

তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ --- 'পৃথিবী' ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়।

তাঁর 'গাথা' কাব্য ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত উৎসব' ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

RIA DEY

২১। **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** (১৮৮২-১৯২২)--- সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), হোমশিখা (১৯০৭), তীর্থসলিল (১৯০৮), তীর্থরেণু (১৯১০), অভ্র-আবীর (১৯১৬)

২২। **প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়** (১৮৭৩-১৯৩২)---

উপন্যাস--- রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীন সন্যাসী (১৯১২), রত্নদীপ (১৯১৫), জীবনের মূল্য (১৯১৭), সিন্দূর কৌটা (১৯১৯), মনের মানুষ (১৯২২), আরতি (১৯২৪), সত্যবালা (১৯২৫), সুখের মিলন (১৯২৭), সতীর পতি (১৯২৮), প্রতিমা (১৯২৯), বিদায়বাণী (১৯৩৩), গরীব স্বামী (১৯৩৮), নবদুর্গা (১৯৩৮)।

গল্প সংকলন --- নবকথা (১৮৯৯), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯০৯), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৬), পত্রপুষ্প (১৯১৭), গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প (১৯২১), হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প (১৯২৪), বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প (১৯২৬), যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প (১৯২৮), নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প (১৯২৯), জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩১) ইত্যাদি।

শ্রেষ্ঠ গল্প --- 'মাতৃহীন', 'আদরিণী', 'কাশীবাসিনি', 'বলবান জামাতা', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'স্বর্ণসিংহ', 'বউচুরি', 'প্রতিজ্ঞা পূরণ', 'বাস্তুসাপ', 'কলির মেয়ে', 'খালাস', 'হাতে হাতে ফল' ইত্যাদি।

২৩। **পথের পাঁচালী (১৯২৯) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৯৪-১৯৫০) রচিত বিখ্যাত উপন্যাস হল-- পথের পাঁচালী।

২৪। **পদ্মানদীর মাঝি** (১৯৩৬)**-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯১০-১৯৫৬) রচিত বিখ্যাত উপন্যাস হল পদ্মানদীর মাঝি।

২৫। **সুকুমার রায়** (১৮৮৭-১৯২৩)--- তাঁর তিনটি কাব্য সংকলন 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই', 'অন্যান্য কবিতা'।

২৬। **জসীমউদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬)---** রাখালী (১৯২৭)—প্রথম কাব্য। নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), ধানক্ষেত (১৯৩১), বালুচর (১৯৩৪), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), রূপবতী (১৯৪৬), এক পয়সার বাঁশী (১৯৪৮), মাটির কান্না (১৯৫১), সাকিনা (১৯৫৯), সুচয়নী (১৯৬১), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), হলুদ বরণী (১৯৬৬), জলের লেখন (১৯৬৯), ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৭১), মা গো জ্বালিয়ে রাখিস আলো (১৯৭৬)

২৭। **মীর মশারফ্ হোসেন** (১৮৪৭-১৯১২)—তাঁর লিখিত প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯), গো-জীবন (১৮৮৯), হজরত বেলালের জীবনী (১৯০৫), আমার জীবনী (১৯০৯-১৯১০), বিবি কুলসম (১৯১৩), বিষাদসিন্ধু (১৮৮৪-১৮৯০)

'বিষাদসিন্ধু' মীর মশারফ্ হোসেনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। এটি তাঁর মৌলিক রচনা নয়। এই গ্রন্থটি উপন্যাসের আকারে লেখা। ইসলাম ধর্মকথাকে সার্বজনীন সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত করে শিল্পী মীর মশারফ্ হোসেন তাকে রূপ দিয়েছেন এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের তিনটি পর্ব --- মোহরম পর্ব, উদ্ধার পর্ব এবং এজিদ পর্ব।

২৮। **সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬-১৯৬৫)** --- পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), জাগরী (১৯৪৫), দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশ বিভাগ (১৯৪৭), উদ্বাস্তু স্রোত (১৯৫১), অচিন রাগিণী (১৯৫৪), সংকট (১৯৫৭), দিগভ্রান্ত (১৯৬৬), ঢোঁরাই চরিত মানস (১ম খণ্ড ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ও ২য় খণ্ড ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)

তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে 'পত্রলেখার বাবা', 'পরকীয়া', 'মহিলা ইনচার্য' --- ইত্যাদি অন্যতম।

২৯। **আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)**---আশাপূর্ণা দেবীর মোট উপন্যাসের সংখ্যা—১৮১, ছোট গল্প সঙ্কলন—৩৪, ছোটদের বই – ৫২, উপন্যাস সঙ্কলন—২৬, অনুবাদ–৫৫। তাঁর প্রথম উপন্যাস --- প্রেম ও প্রয়োজন (১৯৪৪), প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৪),

রাতের পাখি (১৯৬৬), সুবর্ণলতা (১৯৬৭), বকুল-কথা (১৯৭৪), লোহার গরাদের ছায়া (১৯৭৬) ইত্যাদি।

১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার' প্রাপ্তি। ১৯৬৬ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্তি। ১৯৮৩ সালে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্তি। ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্তি। ১৯৮৮ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্তি।

৩০। **তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬)** ---- অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস হল – তিতাস একটি নদীর নাম। উপন্যাসটি চার খণ্ডে বিভক্ত।

১। তিতাস একটি নদীর নাম : প্রবাস খণ্ড।

২। নয়া বসত : জন্ম মৃত্যু বিবাহ।

৩। রামধনু : রাঙা নাও।

৪। দুরঙা প্রজাপতি : ভাসমান।

.....

RITA DEY

RITA DEY